SUBJECT: PHILOSOPHY

Paper : PHI-403

Name : Advaita Vedānta

Semester : IV

Subject : Philosophy

Topic of Lecture :

জগতের সৃষ্টিক্রম নিরূপণ

Lecture : II

Date : 02.04.2020

BY

Prof. Bhupendra Chandra Das
Department of Philosophy
Vidyasagar University
Midnapore
-7 2 1 1 0 2

Scanned by CamScanner

TOPIC: জগতের সৃষ্টিক্রম নিরূপণ

Prof. Bhupendra Chandra Das
Dept. of PHILOSOPHY, VU

How do you explain the creation of five subtle elements (Tanmātras), five sense-organs (Jñānendriya), five vital forces (vāyu) and liṅgaśarīra (subtle bodies) in the order of the manifestation of the universe? Explain, after Dharmarāja Adhvarīndra the different types of vital forces, and in this connections.

Paper: PHI-403 Advaita Vedānta Semester-IV

Lecture: II

Ans. ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম হলেন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু কিভাবে এক ব্রহ্ম থেকে এই বিস্ময়কর চিত্র বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হবে। ব্রহ্মরূপ বৈচিত্র্যহীন একটি কারণ থেকে বৈচিত্র্যময় এই জগৎ উৎপন্ন হতে পারে না। যদি অন্য কোন প্রযোজক (promoter) না থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবে এই জগতের সৃষ্টি হতে পারে না। তাই এই জগতের স্বাভাবিক সৃষ্টির কারণ হিসেবে ব্রহ্মের কল্পনা সম্ভব নয়।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে যে প্রথমে পরমেশ্বর অপরিমিত ও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট মায়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন নাম-রূপাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করতে সংকল্প করেন। তাঁর সংকল্পটি জীবের কর্ম ও সূক্ষ্মরূপে বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের কারণ বা হেতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তিনি "আমি এই জগতের সৃষ্টি করব" — এরূপ সংকল্প করেন। তিনি যে এরূপ সংকল্প করেছিলেন এ বিষয়ে নিম্নরূপ শ্রুতি প্রমাণ আছে,

"আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।"

তখন পরমেশ্বর থেকে – আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ – এই পাঁচটি – অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত উৎপন্ন হয়। এগুলোতে অন্যান্য ভূতের একের সাথে অপরের মিশ্রণ নেই; অর্থাৎ আকাশ অবকাশমাত্র ইত্যাদি। পাঁচটির মিশ্রণ না থাকায় এগুলোকে 'অপঞ্চীকৃত' বা 'বিশুদ্ধ' বলা হয়। এর মধ্যে আকাশের গুণ – শব্দ। বায়ুর গুণ – শব্দ ও স্পর্শ। অগ্নির গুণ – শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। জলের গুণ – শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ✓✓ [illegible]

এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, শব্দ শুধুমাত্র আকাশেরই গুণ নয় কারণ বায়ু ইত্যাদিতেও শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। বায়ু ইত্যাদিতে শব্দের অস্তিত্বকে ভ্রম বলা যায় না কারণ এতে কোন বাধা নেই। যদি এ ~~[illegible]~~ যথার্থই ~~[illegible]~~ ভ্রম হত, তবে এ পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হত।

~~উক্ত~~ উপরিউক্ত পঞ্চভূত – সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই – তিনগুণ বিশিষ্ট – মায়ার কার্য। তাই – এই – ভূতগুলোও তিনগুণবিশিষ্ট। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট (পৃথক পৃথক) এই পঞ্চভূত থেকে – কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা – পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এবং এই – আকাশ ইত্যাদির – সাত্ত্বিক অংশ – মিলিত হয়ে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত উৎপন্ন করে, অর্থাৎ আকাশ

(3)

ইত্যাদি পঞ্চ তন্মাত্রের — সত্ত্ব প্রকৃতির — সাত্ত্বিক অংশ — থেকে — কর্ণ ত্বক প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ তন্মাত্রের, ~~সত্ত্ব প্রকৃতির~~ মিলিত — সাত্ত্বিক অংশ থেকে — মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত — সৃষ্টি — হয়। এক্ষেত্রে মনের কার্য হল চিন্তন ও চিত্তের কার্য হল স্মরণ — এরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রোত্রের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক, ত্বকের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য, রসনার — অধিষ্ঠাতৃদেবতা বরুণ ও ঘ্রাণের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা অশ্বিনীকুমার। মনের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা চন্দ্র, ~~বুদ্ধির~~ অধিষ্ঠাতৃদেবতা ~~চতুর্মুখ ব্রহ্মা~~ ~~চন্দ্র~~, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মা, অহংকারের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা শঙ্কর ও চিত্তের — অধিষ্ঠাতৃদেবতা অচ্যুত।

(রজোগুণযুক্ত (পৃথক পৃথক) পঞ্চভূত থেকে — অর্থাৎ আকাশাদির — পৃথক পৃথক রজঃ অংশ — থেকে — যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। (বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু ও প্রজাপতি — যথাক্রমে — এদের অধিষ্ঠাতৃ — দেবতা) রজোগুণযুক্ত (তেজ নির্দেশক গুণ) মিলিত ~~পঞ্চভূত থেকে~~ পঞ্চভূত থেকে — ~~আকাশ~~ অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদির মিলিত রজঃ অংশ থেকে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক — পঞ্চ বায়ু উৎপন্ন হয়।

Scanned by CamScanner

তার মধ্যে ~~উক্ত~~ ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নাম ~~প্রাণ~~ প্রাণ। এই প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্রস্থানবর্তী। ~~অধোগমন~~ আর্য্য হৃদয়স্থ থেকে নাভি পর্যন্ত ~~ব্যাপ্ত~~ স্থান হল প্রাণবায়ুর ~~স্থান~~ স্থান। অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান। অপান বায়ু পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী। সর্বতোগমনশীল সর্বশরীরবর্তী বায়ু হল ব্যান। *ঊর্দ্ধগমনশীল উদ্গিরণকার্য্যকারী বায়ু হল উদান; জীবের দেহ থেকে প্রাণবায়ুর বহির্গমনের নাম উৎক্রমণ। উৎক্রমণশীল বায়ুর নাম উদান। এই বায়ু কণ্ঠস্থানবর্তী। *~~দেহ থেকে~~

* এর সম্পর্কে নিম্নলিখিত শ্রুতি প্রমাণ আছে :

যেনৈতাঃ শিরা অনুব্যাপ্তা

যার দ্বারা এই শিরা ...

এষ বাব স ব্যানঃ ॥

ঐ হল সেই ব্যা. মৈত্রায়ণী -উপনিষদ ॥২/৭

~~দেহ থেকে বহির্গমনের, নাম উৎক্রমণ~~ ।

এই শিরাসকল যার দ্বারা অনুব্যাপ্ত সে ব্যান।

* ভুক্ত অন্ন ও পীত জল ইত্যাদির সমীকরণকারী বায়ুর নাম সমান — এই বায়ু নাভিস্থানবর্তী। সমান বায়ুর সাহায্যে ভুক্ত ~~দ্রব্য~~ দ্রব্য রক্ত ইত্যাদিতে ~~পরিণত~~ পরিণত হয়। এই প্রাণাদির নাম সমীরণ।

সত্ত্বগুণ মিলিত সূ. সূ. প. ভূত —

আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথিবী
কর্ণ	ত্বক	চক্ষু	রসনা	নাসিকা
দিক	বায়ু	সূর্য	বরুণ	অশ্বিনীকুমার

রজোগুণযুক্ত ~~মিলিত~~ সূ. প. ভূত থেকে —

বাক্	পাণি	পাদ	পায়ু	উপস্থ
অগ্নি	ইন্দ্র	উপেন্দ্র	মৃত্যু	প্রজাপতি

যদিও অন্তঃকরণ এক, তবু বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত নামে পরিচিত। এই অন্তঃকরণ

সত্ত্বগুণ মিলিত প. ভূত

মন	বুদ্ধি	অহংকার	চিত্ত
চন্দ্র	ব্রহ্মা	শঙ্কর	অচ্যুত

~~প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান ...~~

রজোগুণযুক্ত মিলিত পঞ্চভূত থেকে, এই অন্তঃকরণগুলির বিষয় যথাক্রমে সংকল্প, নিশ্চয়, গর্ব, স্মরণ

অন্তঃকরণ	বিষয়
মন	সংকল্প
বুদ্ধি	নিশ্চয়
অহংকার	গর্ব
চিত্ত	স্মরণ

Scanned by CamScanner

1

পঞ্চীকরণ (5)

[What is Pañcikarana? How does the Advaita ~~(b) What is the need of admitting antaḥkaraṇa-vṛtti~~ Vedāntin account for the creation of the world by Pancikarana? Discuss after Vedānta Paribhāṣā.

তমোগুণযুক্ত অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত থেকে পঞ্চীকৃত স্থূল অপঞ্চীকৃত ভূতগুলি স্থূলত্বে [4+12] পরিণত হয় পঞ্চীকরণের সাহায্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী

পঞ্চীকরণ বলতে পঞ্চভূতের মিশ্রীকরণকে বোঝায়। জীবের ব্যবহার নির্বাহের ও তার (জীবের) ~~ভোগ্য ভোগ্য~~ সাপেক্ষে ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের নির্দিষ্ট অংশের মিশ্রিত হয়ে স্থূলতা প্রাপ্তিকে অর্থাৎ প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত (অপঞ্চীকৃত ভূত) পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে স্থূল পঞ্চভূতে পরিণত হওয়াকে পঞ্চীকরণ বলে। শ্রুতিতে আছে — "তাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (তিন বিশিষ্ট) করিব।" ("তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ছান্দোগ্যোপনিষদ, VI.iii.3) এখানে এই ত্রিবৃৎকরণ (তিনের মিশ্রণ) দ্বারা পঞ্চীকরণই (পাঁচটির মিশ্রণ) বোঝায়। ~~ছান্দোগ্য~~ ছান্দোগ্যোপনিষদে অগ্নি, জল ও পৃথিবী — এই তিনটি মাত্র ভূতের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে, পাঁচটি ভূতের উৎপত্তির কথা বলা হয় নি। ~~ভূতক~~ উপরোক্ত "তাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ করিব" এই বাক্যটি ছান্দোগ্যোপনিষদের। এতে তিনটি মাত্র ভূতের উল্লেখ থাকায় 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত অগ্নি, জল ও পৃথিবী ছাড়াও বায়ু ও আকাশের ~~ও~~ উল্লেখ আছে। সুতরাং ছান্দোগ্যে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' ধরতে হবে।

Scanned by CamScanner

(পঞ্চীকরণ) (6)

এর ফলে আর কোন শ্রুতির সাথে বিরোধ হবে না। এ জন্য বেদান্তপরিভাষায় বলা হয়েছে — ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি পঞ্চীকরণ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া আকাশ ও বায়ু যদি পঞ্চীকৃত না হয়, তবে তার ব্যবহারও হবে না। এই পঞ্চীকরণে শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণ আছে। সুতরাং সেটা স্বীকার করতে হবে। (অভিমিশ্রিত বা মিশ্রণ)

তমোগুণ প্রধান, (সূক্ষ্ম) অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে পঞ্চীকৃত [স্থূল ও অন্য (সূক্ষ্ম) ভূতের দ্বারা গঠিত) স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। স্থূল ভূতগুলি গুরু ও আবরণ স্বভাব তাই এরা তমোগুণযুক্ত ভূত থেকে উৎপন্ন হয়। ভোগ্য ও ভোগ (যোগ্য আয়তন) (ভোগায়তন) শরীর প্রভৃতি জীবের ভোগ হতে পারে না বলে অপঞ্চীকৃত ভূতগুলি জীবের কর্মবশে স্থূল ও স্থূলতর ভূতের সংমিশ্রণে স্থূল হয়ে পঞ্চীকৃত হয়।

এই পঞ্চীকরণের প্রকার এরূপ :— প্রথমে আকাশকে দুই ভাগ ভাগ করে তার একভাগকে আবার চার ভাগ ভাগ করে সেই অংশকে বায়ু প্রভৃতি অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই চার ভূতে সংযুক্ত করা হচ্ছে পঞ্চীকরণ। তদ্রূপ বায়ুকে দুই ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার চার ভাগে ভাগ করে সেই চার ভাগকে আকাশ, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে সংযুক্ত করা হল

(পঞ্চীকরণ) 7) অগ্নি, জল ও পৃথিবীর
পঞ্চীকরণ। এরূপ ... এক একটি -
অংশগুলিও হবে। তখন - এক ... অংশ - ও অপর -
ভূতে - অর্দ্ধেক - নিজের - অংশ - থাকে*
অর্দ্ধেক - চতুষ্পাদের - ভূতের - ভাগ
অপর - অর্দ্ধাংশে - অন্য ভূতের - নিজ অংশের -
থাকলেও অর্দ্ধভাগব্যাপী - পৃথিবী - প্রভৃতি
আধিক্য - হেতু - পৃথিবী - হয়ে থাকে।
ভূতকে - পৃথিবীই - বলা - হয়ে থাকে। পৃথিবী -
অর্থাৎ - যদি - আপত্তি করা হয়, পৃথিবী -
ভূতকে - পৃথিবী - বলা হয় কেন? এর মধ্যে -
ত - অন্য ভূতেরও - অংশ আছে। এর -
উত্তরে বলা হয় যে, এর - অর্দ্ধেক অংশেই -
পৃথিবী ও বাকি - অর্দ্ধেক - চারটি ভূতের অংশ -
গঠিত। এজন্যই - বেশীর - ভাগ, পৃথিবী - অংশ
বলে - একে - পৃথিবী - নাম দেওয়া - হয়।
বায়ু ভূতেরও অর্দ্ধাংশ - বায়ু ও অপর -
অর্দ্ধাংশ - চারিভূতের সমষ্টি। এরূপ -
অন্যান্য - ভূতে - সব - ক্ষিরণের - ভূতের - অংশ থেকেই,
থাকলেও - যাতে - যে ভূতের - অংশ বেশী,
তাহা - সেই ভূত - নামে - অভিহিত হয়।
এই - জন্যই - ক্রমশঃ হয়েছে, "আধিক্য - নিবন্ধন
(অধিক থাকার জন্য) সেই - সেই - নাম
প্রাপ্ত হয়েছে" (বেদান্তদর্শন, ২|৪|২২)।
স্থূলভূতের গঠন নিম্নলিখিতভাবে দেখানো
যায়:

পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত - আকাশ = $\frac{1}{2}$ আকাশ + $\frac{1}{8}$ পৃথিবী + $\frac{1}{8}$ বায়ু + $\frac{1}{8}$ জল + $\frac{1}{8}$ অগ্নি

পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত পৃথিবী = $\frac{1}{2}$ পৃথিবী + $\frac{1}{8}$ বায়ু + $\frac{1}{8}$ জল + $\frac{1}{8}$ অগ্নি + $\frac{1}{8}$ আকাশ

পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত জল = $\frac{1}{2}$ জল + $\frac{1}{8}$ বায়ু + $\frac{1}{8}$ আকাশ + $\frac{1}{8}$ অগ্নি + $\frac{1}{8}$ পৃথিবী

পঞ্চীকৃত বায়ু = $\frac{1}{2}$ বায়ু + $\frac{1}{8}$ আকাশ + $\frac{1}{8}$ অগ্নি + $\frac{1}{8}$ জল + $\frac{1}{8}$ পৃথিবী।

পঞ্চীকৃত অগ্নি = $\frac{1}{2}$ অগ্নি + $\frac{1}{8}$ বায়ু + $\frac{1}{8}$ জল + $\frac{1}{8}$ আকাশ + $\frac{1}{8}$ পৃথিবী

স্মৃতি ও পুরাণে পরলোকে এবং দেহনাশ ও দেহান্তর প্রাপ্তির মধ্যবর্তী কালে জীবের নানা প্রকার ভোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এই ভোগ নির্বাহের জন্য সেই উপযোগী দেহের সৃষ্টি প্রতিপাদন করতে বলা হয়েছে (কোনও পরিভাষা)। ইতঃপর পঞ্চীকৃত ভূতে: সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে ইহ ও পরলোকে ভোগ নির্বাহক মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী মন ও বুদ্ধিযুক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ সমন্বিত লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। এর শাস্ত্রপ্রমাণও দেখানো হয়েছে। যদি মরণে স্থূলদেহের মত লিঙ্গ শরীরেরও ধ্বংস হত, তবে মৃত্যুর পরে জীবের ভোগ নির্বাহের জন্য দেহান্তরের সৃষ্টি হত। সেই দেহান্তরের নাশে আবার দেহান্তরের সৃষ্টি করতে হত, তাতে অনবস্থা হত। তাছাড়া ঐরূপ দেহান্তরের কোন প্রমাণও নেই। যদি ঐ দেহের মোক্ষেও নাশ না হত, তা হলে জীবের

Scanned by CamScanner

(পঞ্চীকরণ)

(৭)

ভোগের উপভোক্ত ও মোক্ষ হইতে না। তাই, সূক্ষ্ম দেহ মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী। মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি রহিত দেহের দ্বারা জীবের ভোগ হয় না, সুতরাং লিঙ্গ শরীর মন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। স্থূল দেহের মত এর স্থৌল্য নেই, প্রত্যক্ষও হয় না। অতএব এটি সূক্ষ্ম শরীর ~~শরীর~~ নামেও পরিচিত।

অপঞ্চীকৃত ভূত থেকে লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। এই লিঙ্গশরীর স্থূল শরীর ত্যাগ করে পরলোকে গমন করে এবং মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ, পঞ্চবায়ু, প্রাণ, অপান ইত্যাদি সপ্তদশ ইন্দ্রিয়।

কথিত হয়েছে— "পঞ্চ-প্রাণ (প্রাণাদি বায়ু), মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) যুক্ত ভোগ সাধন সূক্ষ্মশরীর অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন।" (আত্মবোধ, ১২শ শ্লোক)।

এই লিঙ্গ শরীর দুই প্রকার — পর (সমষ্টি) ও অপর (ব্যষ্টি)। হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীরকে পর এবং অস্মদাদি (আমাদের ও অন্য জীব ইত্যাদির) লিঙ্গ শরীরকে অপর বলে। হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীরকে মহত্তত্ত্ব ও অস্মদাদির লিঙ্গ শরীরকে অহংকারতত্ত্ব বলে।

চতুর্দশ লোক, ব্রহ্মাণ্ড ও স্থূল শরীরের উৎপত্তি

তমোগুণযুক্ত পঞ্চীকৃত (স্থূল) ভূত

Scanned by CamScanner

থেকে যথাক্রমে উপর্যুপরি অবস্থিত
(১) ভূর্লোক (ভূঃ), (২) অন্তরীক্ষলোক (ভুবঃ),
(৩) স্বর্গলোক (স্বঃ) (৪) মহর্লোক, (৫) জনোলোক,
(৬) তপোলোক ও (৭) সত্যলোক — ঊর্ধ্বস্থ এই
সাতটি লোকের, ~~যথাক্রমে নিম্নে নিম্নে~~
~~অবস্থিত সাতটি অধোলোকের~~ (১) অতল,
(২) পাতাল (৩) বিতল (৪) সুতল (৫) তলাতল,
(৬) রসাতল (৭) মহাতল নামক যথাক্রমে নিম্নে
নিম্নে অবস্থিত সাতটি অধোলোকের ~~অর্থাৎ~~
~~ব্রহ্মাণ্ড~~ ব্রহ্মাণ্ডের ও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও
উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিধ স্থূল শরীরের
(গর্ভস্থ থলে জেলী চর্মকে জরায়ু বলে।)
সূ.৬ উৎপত্তি হয়। জরায়ু থেকে উৎপন্ন মনুষ্য
পশু প্রভৃতি শরীরকে জরায়ুজ বলে।
অণ্ড থেকে উৎপন্ন পাখী, সর্প প্রভৃতি
শরীরকে অণ্ডজ বলে। স্বেদ বা ঘর্ম থেকে
উৎপন্ন উকুন, মশক প্রভৃতি শরীরকে
স্বেদজ বলে। ভূমি ভেদ করে উৎপন্ন ~~বৃক্ষ~~
বৃক্ষাদি শরীরকে উদ্ভিজ্জ বলে। প্রারব্ধকর্ম
ভোগ করবার জন্য বৃক্ষাদি দেহ উৎপন্ন হয়েছে।
সেজন্য বৃক্ষাদিও শরীর আছে বুঝতে
হবে।

সমষ্টিভূত

<u>পঞ্চতন্মাত্র</u> সৃষ্টিতে, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত
(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি)
<u>সূক্ষ্ম শরীর</u> সৃষ্টিতে, <u>হিরণ্যগর্ভ স্থূল</u>
<u>শরীর</u> সৃষ্টিতে পরমেশ্বর সামর্থ্যপ্রাপ্ত
হলেন।

অতএব সর্বাগ্র - উদ্ভূত সৃষ্টি - হিরণ্যগর্ভ -
দ্বারা - পরমেশ্বর কর্তৃক - সৃষ্ট হয়েছে।
শ্রুতিতে আছে - "আমি জীবাত্মা রূপে -
এই - তিন দেবতায় - (অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে)
প্রবেশ করে, নাম ও রূপ (বিভিন্ন বিশেষ -
আকৃতি) ব্যক্ত করব।

হিরণ্যগর্ভ প্রথম জীব। ইনি - ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও মহেশ্বর - এই - তিন মূর্তি থেকে - ভিন্ন।

স্মৃতিতে আছে - "ইনি শরীরধারী, ইনিই -
প্রথম পুরুষ - নামে খ্যাত আছেন। ইনি ভূত -
সমূহের আদি স্রষ্টা, ইনিই - ব্রহ্মরূপে -
অগ্রে বর্তমান ছিলেন।"

শ্রুতিতে আছে - "অগ্রে হিরণ্যগর্ভ -
বিদ্যমান* ছিলেন।"

এই ভাবে ভূত ও ভৌতিক বস্তুর
সৃষ্টি - বর্ণনা করা হল।